এই সময়

('আমার ধারণা এজন্য তিনি (মুখ্যমন্ত্রী) নিজেও নিভৃতে কষ্ট পাচ্ছেন' -- নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গে
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় / আনন্দবাজার পত্রিকা / ১৬ মার্চ ২০০৭)

Complete English translation of poems on Nandigram by poet Joy Goswami

চিনতে পেরে গেছে বলে যার জিভ কেটে নিল ধর্ষণের পরে
দু'হাতে দু'টো পা ধরে ছিঁড়ে ফেলল শিশুটিকে
ঘাড়ে দু'টো কোপ মেরে যার স্বামীকে ফেলে রাখল উঠোনের পাশে
মরা অব্দি মুখে একটু জল দিতে দিল না
সেই সব মেয়েদের ভিতরে যে-শোকাগ্নি জ্বলছে
সেই আগুনের পাশে
এনে রাখো গুলির অর্ডার দেওয়া শাসকের দু'ঘন্টা বিষাদ
তারপর মেপে দ্যাখো কে বেশি কে কম
তারপর ভেবে দেখ কারা বলেছিল
জীবন নরক করব, প্রয়োজনে প্রাণে মারব, প্রাণে ।

এই ব'লে ময়ূর আজ মুখে রক্ত তুলে
নেচে যায় শ্মশানে শ্মশানে

আর সেই নৃত্য থেকে দিকে দিকে ছিটকে পড়ে জ্বলন্ত পেখম ।

জয় গোস্বামী ঃ *শাসকের প্রতি*
বিজল্প প্রকাশন ; এপ্রিল ২০০৭

রক্তাক্ত নন্দীগ্রাম আমাদের সামনে অনেক রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছে, অনেক মুখোশ ছিঁড়ে দিয়েছে ।

১৪ মার্চ বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ আর ক্যাডার বাহিনীর অবিশ্বাস্য রক্ত-হিম-করা সন্ত্রাস, নারীধর্ষণ, শিশুহত্যা, আর সেইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ ভট্টাচার্য ও তাঁর বামপন্থী সহযোগীদের উদ্ধত কৈফিয়ৎ, তথ্যবিকৃতি আর মিথ্যাচারিতা বাংলার বিবেকবান মানুষদের শিহরিত করেছে, ক্ষিপ্ত করেছে । দলে দলে পথে নেমেছে, স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে উত্তাল হয়েছে, সর্বস্তরের মানুষ -- পেশাজীবী বুদ্ধিজীবী শ্রমজীবী , কবি শিল্পী নাট্যকর্মী , ছাত্র ছাত্রী সব । অনেক বছর, প্রায় তিন দশক, পরে পশ্চিমবঙ্গবাসীর নির্লিপ্ত নির্বিকার নিশ্চুপ অবয়বে প্রতিবাদের হারিয়ে যাওয়া ভাষা ফিরিয়ে এনে দিয়েছে নন্দীগ্রাম , অনেক রক্ত অনেক প্রাণের বিনিময়ে ।

বড্ড দেরি হল বটে আমাদের ঘুম ভাঙতে । বাংলার 'কম্যুনিস্ট' শাসকদের আজকের এই ক্ষমতার দম্ভ, অমানবিক আক্রোশ, নির্লজ্জ নির্মম মুখ দেখা গেছে অনেক আগেই, বার বার , গত তিরিশ বছর ধরে । আমরা নির্বিরোধ সহনশীল দর্শক হওয়া অভ্যাস করে ফেলেছিলাম । সযত্নে এড়িয়ে থেকেছি, ভুলিয়ে রেখেছি বিবেকের দংশনকে -- কেউ হতাশায়, কেউ ভয়ে, কেউ সরকারি সুবিধা অনুগ্রহ পাওয়ার লোভে, কেউ ভবিষ্যৎ সুযোগ হারানোর হিসেবি আশঙ্কায় । সেই ১৯৭৮-৭৯তে মরিচঝাঁপির ছিন্নমূল মানুষগুলির ওপর বামফ্রন্টের পুলিশের পাশবিক নারকীয় 'অ্যাকশান' -- কোনো জনরোষ কোনো শক্তিশালী প্রতিবাদ সংগঠিত হয়নি সেদিন এই বাংলায় । তারপর কত ঘটেছে ঘটনা , নিরস্ত্র মানুষের ওপর সরকারি সশস্ত্র শক্তির আক্রমণ . . . . বিজন সেতু, বি বা দী বাগ, বানতলা, চাঁদমণি আর সোনালী চা বাগান, ঝাড়গ্রামে দিনে-দুপুরে মানুষ হত্যা ; চিংড়িহাটা বেলেঘাটা টালি-নালা গোবিন্দপুরে অমানুষিক তান্ডবে বস্তী উচ্ছেদ ; নানুর কেশপুর ছোট আঙারিয়ায় ক্ষমতা দখলের সন্ত্রাস ; শেষে এই সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে জমি দখলের নৃশংসতা

-- একের পর এক একনায়ক বামদলের অত্যাচারের নমুনা । সেইসঙ্গে রয়েছে লাগাতার তিরিশ বছরের শাসনে সর্বব্যাপী কৌশলী দুর্নীতি আর স্বজনপোষণ , 'ভদ্রলোক'দের পাইয়ে দেওয়া, 'দল'-এর সর্বত্র দাদাগিরি, 'আমাদের লোক'দের মাত্রাহীন আধিপত্য । . . .এতদিন পরে বোধহয় মানুষের জমা হওয়া ক্ষোভ আক্ষেপ বিতৃষ্ণার স্তুপে এসে পড়লো নন্দীগ্রাম আগুনের ফুলকি । এতদিন পরে পথে ঘাটে ময়দানে বিক্ষোভ মিছিল আর প্রতিবাদসভা বিস্ফোরিত হতে দেখছি আমরা, সম্পূর্ণ স্বকীয় স্বতঃস্ফূর্ত চরিত্রে, কোনো রাজনৈতিক পার্টির সঙ্গে যোগসাজসে নয় , যে প্রতিবাদ আন্দোলন বহুকাল আমরা ভুলতে বসেছিলাম ।

আর তাই আবার স্বপ্ন দেখার ইচ্ছে জাগে, সুদিন ফেরার স্বপ্ন , তিরিশ বছরের রুদ্ধতা থেকে মুক্তির স্বপ্ন । যদিও একথা ঠিক যে এই উত্থিত আন্দোলনের দিশা এখনো স্পষ্ট নয় ; গান কবিতা নাটক ছবি পোস্টার সিডি বই পত্রিকা আর ইন্টারনেট মেইলের এক দুর্দমনীয় জোয়ার এসেছে ঠিকই, কিন্তু তারপর ? কোনদিকে চালিত হবে এই জনজাগরণের স্রোত ? কেউ ১৯৭৯-৮০'র পূর্ব ইওরোপের 'সলিডারিটি' আন্দোলনের কথা ভাবতে শুরু করেছেন, কেউ অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে প্রতিরোধের আওয়াজ তুলতে চাইছেন বিচ্ছিন্নভাবে -- বোঝা যায় চটজলদি দিশার খোঁজে অস্থিরতাও আসছে । বড় বিষয় হ'ল, আজকের এই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের প্রতিবাদ আন্দোলনের ব্যাপকতা কিন্তু যথেষ্ট নয় । বিক্ষোভের উত্তাপ এখনো মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক । হুগলি বাদে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতে তার ঢেউ বিশেষ ছড়াতে পারেনি । ফলে আজকের আগুন ক্রমে স্তিমিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকেই । আমরা স্বভাবত বিস্মরণপ্রিয় । অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্থায়ী প্রতিরোধের প্রক্রিয়া নির্ধারিত না হলে স্বতঃস্ফূর্ত বিবেক-যন্ত্রণার প্রকাশ ক্রমে ফিকে হয়ে যাবে, বিস্মৃতি ক্রমে ঢেকে দেবে ছিন্নভিন্ন মানুষগুলির মুখ । ভয় হয় ।

এদিকে নন্দীগ্রামের নারকীয়তার এক-দেড় মাস যেতে না যেতেই ধুরন্ধর বাম সরকারের 'ড্যামেজ কন্ট্রোল' চালু হয়ে গেছে । অপপ্রচার, মিথ্যাভাষণ, অপযুক্তি, তথ্যপ্রমাণ লোপের পরিকল্পিত পদক্ষেপ শুরু হয়ে গেছে । বামপার্টির পদলেহী যেসব বিবেক-বর্জিত বুদ্ধিজীবী কবি শিক্ষাবিদ ক্রিড়াবিদ চিত্রতারকা আর সুবিধালোভী পাতকুড়ানো শিক্ষিতকুল বেশ কিছুদিন চোরের মতো মুখ লুকিয়ে ছিলেন , তারাও ধীরে ধীরে মুখ খুলছেন শিল্পায়নের গল্প নিয়ে , বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টা নিয়ে । কেউ বলছে না সামগ্রিক উন্নয়নের কথা ; বলছে না শুধু কৃষিজমি বাঁচানোই নয় চাই জমি জল প্রযুক্তি বিপনণের উন্নয়ন, চাই মানুষের সার্বিক জীবনমানের উন্নয়ন, চাই নাগরিক অধিকার আর নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তার উন্নয়ন, চাই শিশুর স্বাস্থ্য আর ন্যূনতম খাদ্যব্যবস্থার উন্নয়ন ।

তবু অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে অনেক মানুষ যখন পথে নেমেছে, একদা সরকার-অনুরাগী অনেক বুদ্ধিজীবী যখন তাঁদের মোহভঙ্গের কথা অকপটে ঘোষণা করছেন সততার সঙ্গে, তখন আমরা সাধারণ জনগণ বুকে বল পাই, স্বপ্ন দেখার জোর পাই, স্বতঃস্ফূর্ততার গভীরতা দেখে একবিংশ শতাব্দীর ভবিষ্যৎ নিয়ে আশার সঞ্চারধ্বনি শুনতে পাই যেন । অনেক কালের পরে আশা আসে বলেই বোধহয় শঙ্কাও পশ্চাতে আসে । মোহভঙ্গ হওয়া 'মানুষ'রা আবার ফিরে যাবেন না তো প্রলোভনের পরিচিত পথে ? মনে আসে 'রক্তকরবী'র ফাগুলালের শঙ্কিত সংলাপ : 'নন্দিন, ভালো করে বুঝতে পারছিনে । আমরা সরল মানুষ, দয়া করে আমাদের ঠকিও না । তুমি যে আমাদেরই ঘরের মেয়ে ।' আমরা সত্যিই অসহায় বোধ করি । বড় কঠিন যে এই লড়াই !

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়